তিন।। ২।। 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা

'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা' প্রধানত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া ও সিংভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'ঝাড়খণ্ডী' নামটি দিয়েছেন সুকুমার সেন। উল্লিখিত অঞ্চলটি একদা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে 'জঙ্গল মহল' নামেও পরিচিত ছিল। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই অঞ্চলকেই বলা হয়েছে 'ঝারিখণ্ড'। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থানে 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা' বিস্তৃত বলে জানিয়েছেন।

(খ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার উদাহরণ ঃ

অ দিদি, চিনাই দে ন কে বটে লকটি।
অ বিষ্টুপুরের হলদ মাখ্যে গা করেছে আল।
অ বহিন, নাম্‌হ কুল্‌হিতে মাদল বাজে
পান চিবাঁই চিবাঁই উটা ঘুর্‌যে মরছে ভাল।। অ দিদি গ ...

আদর্শ বাংলায় রূপান্তর ঃ

ওগো দিদি, লোকটি কে বটে, আমাকে চিনিয়ে দাও। লোকটি বিষ্ণুপুরের হলুদ মেখে গা টি আলোর মতো উজ্জ্বল করেছে। ওগো বোন, নামোকুলিতে মাদল বাজছে। লোকটি পান চিবিয়ে চিবিয়ে সানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(গ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক।। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ।।

১. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগ।
যেমন ঃ আটা > আঁটা, বাসা > বাঁসা। চা > চাঁ। গরুড় > গুঁড়ুর। ঘড়া > ঘঁড়া। কুয়ো > কুঁই। জটা > জঁটা। দেশজ / আঞ্চলিক শব্দে আনুনাসিকতাঃ কঁকা (বোবা)। কঁচড় (কোমর)। আঁক (কাঠের দরজা)। চেঁদড় (বদরাগী)।

২. ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতে প্রায় সবত্রই 'ও'-কার লোপ পেয়ে 'অ' কারে পরিণত হয়েছে।
যেমন ঃ লোক > লক; গোয়াল > গয়াল; মোটা > মটা; রোগা > রগা; ঘোড়া > ঘড়া। অশোক > অশক। আলো > আল।

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন ঃ দূর > ধূর। কাঁকড়া > খাঁকড়া। তোকে > তখে। পতাকা > ফত্‌কা। কাঠি > খাড়ি। নিতাম > লিথম।

Scanned with CamScanner

৪. ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতে 'ল' ও 'ন' এবং 'ব' ও 'ম' বিপর্যস্ত হয়েছে।

যেমন ঃ নাতি > লাতি। লাল > নাল। নাচনী > লাচনী। যমুনা > যবুনা। রামায়ণ > রাবায়ণ।

৫. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় মহাপ্রাণতার নবতর বৈশিষ্ট্য হলো ঃ— 'হ্', 'ম্হ', 'ল্হ', 'র্হ' কিংবা 'ঢ়' প্রভৃতির বিশিষ্ট ব্যবহার।

যেমন ঃ কুমার > কুম্হার। কুমীর > কুম্হীর। কুলি > কুল্হি। পালা > পাল্হা। জোড়া > জোড়হা। গেড়ি > গেঢ়্হি। কাল্হা (ঠাণ্ডাঅর্থে)। চুল্হা (উনুন অর্থে)।

৬. জাড়খণ্ডী উপভাষায় স্বরসঙ্গতির তেমন প্রভাব নেই।

যেমন ঃ ধূলা > ধূলা। শিয়াল > শিয়াল।

৭. বহুবচনে 'গা', 'গিলা'র প্রয়োগ। যেমন ঃ গরুগিলা ডহ্রাঁই দে। কামিনগাকে যাত্যে বল্। ছঁড়াগা মরে নাইখ।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ক্রিয়াপদে সার্থিক 'ক' প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার ঃ

যেমন—যাবেক নাই। মরবেক। করবেক।

২। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় নাম-ধাতুর প্রচুর ব্যবহার ঃ

যেমন— জাড়াচ্ছে। সিদাঁইছিল। মেঘ বিজলাচ্ছে। ভোকে খাবলাঁই মরছে। হড়বড়াঁই যাচ্ছে। চটাঁই দিব। পখরের জলটা গঁধাচ্ছে।

৩। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় 'আছ্' ধাতুর বদলে 'বট' ধাতুর প্রয়োগ ঃ

যেমন— উ টা হ্উড়ার বটে। কে বটে লক টি। বিটি বটে ন।

৪। ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় বিভক্তির প্রয়োগ নিম্নরূপ ঃ

(ক) কর্মে ও সম্প্রদান কারকে 'কে' বিভক্তি— জলকে গেছে, ঘরকে চল।

(খ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হল— 'লে', 'নু'। যেমন ঃ মায়ের লে মাসীর দরদ। বাঁশের নু কঁইচি বড়। বেকারের নু বেগার ভাল।

(গ) অধিকরণে 'কে', 'এ' বিভক্তি। যেমন ঃ কে = রাইতকে বঢ় জাড়াবেক। কব্কে যাবি গ। গাঁকে আল সুরু শাঁকা। এ = সিতাএ সিঁদুর দে। কুলহিএ কেউ নাইখ। গাড়এ জল বঠে ন॥

তিন॥ ৩॥ 'বরেন্দ্রী উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা

'বরেন্দ্রী উপভাষা' উত্তর বঙ্গে প্রচলিত। প্রধানত মালদহ, দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলার লোকমুখের ভাষাকেই 'বরেন্দ্রী উপভাষা' বলে।

ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন ঃ একদা রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী একই উপভাষা ছিল। পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত 'বঙ্গালী' ও বিহার থেকে আগত 'বিহারী' উপভাষার নানা প্রভার পড়ে মালদহ প্রভৃতি স্থানের মৌখিকভাষা একটি স্বতন্ত্র উপভাষা রূপে পরিগণিত হয়। তারই নাম 'বরেন্দ্রী'।

Scanned with CamScanner

(খ) বরেন্দ্রী উপভাষার উদাহরণ ঃ

মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে ব্যবহৃত—

হতভাগা ছুয়া! হামি কহনু এ্যাকনা গরুডা দুহায় লিয়ে হাটত যা। উকি শুন্‌হে? উ কহছে, বড়া জার লাগছে। গর্দানটা ধর‍্যা ওয়াক্ লিয়ে আয়। গালত চর ঠাটামু।

(গ) বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য॥

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় ঠিক রাঢ়ী মতোই আনুনাসিক স্বরধ্বনি আছে।
যেমন— কাঁটা, চাঁদ, ইঁট, পুঁথি, ছুঁচ, পেঁচা।

২. বরেন্দ্রী উপভাষায় স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে এ > এ্যা হয়।
যেমন— দ্যান, দিল্যান, এ্যাক, দ্যাক, দ্যাও।

৩. বরেন্দ্রী উপভাষায় কেবলমাত্র শব্দের আদিতে সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকলে সেগুলি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়।
যেমন— বাঘ > বাগ।

৪. বরেন্দ্রী উপভাষায় বঙ্গালীর মতো জ > জ (z) রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন—জন > ঝণ (zan), কালী পূজা > খালিফুজা। কাগজ > খাগজ।

৫. বরেন্দ্রী উপভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপ্রত্যাশিত স্থানে 'র' এর আগম বা লোপ।
যেমন ঃ

(ক) শব্দের আদিতে যেখানে 'র' নেই, সেখানে 'র' এসে যায়— আম > রাম।

(খ) শব্দের আদিতে যেখানে 'র' আছে, তা আকস্মিক উচ্চারণে লোপ পায় ও 'অ' 'উচ্চারিত হয়— রস > অস।

উদাহরণ— রামবাবুর আমবাগান > আমবাবুর রামবাগান।
আমের রস > রামের অস।

৬. বরেন্দ্রী উপভাষায় শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১। বরেন্দ্রী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে 'গুলি', 'গিলা', এবং অন্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন ঃ বান্দরগিলা। মাইয়াদের।

২। বরেন্দ্রী উপভাষায় অধিকরণ কারকে 'ত্' বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায়।
যেমন ঃ মনে > মনত্; বুকে > বুকত্; বাড়িতে > বাড়িত্
(বাইগন বাড়ীত্ উভাও সার)

৩। বরেন্দ্রী উপভাষায় অতীত কালের উত্তম পুরুষে 'লাম'; ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষে 'মু', 'ম' বিভক্তি দেখাযায়।
যেমন ঃ 'কলা গাড়লাম সারি সারিরে'; 'আর কতয়কাল রাখিম ডালিম চোরক দিয়া ফাঁকি।'; 'মুই নারী ক্যামনে দিম্ পারি রে।'

৪। বরেন্দ্রী উপভাষাতে গৌণ কর্মে 'কে', 'ক' বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন ঃ 'হামাক দাও'; 'অবোদ একটা পাগোলক্ ধরিয়া'॥

Scanned with CamScanner

ক) Area বা এলাকা

'বঙ্গালী উপভাষা' রাঢ়ী উপভাষার মতোই বিস্তার লাভ করেছে। পূর্ববাংলার এটি প্রধান উপভাষা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে 'বঙ্গালী উপভাষা' প্রচলিত।

তবুও মনে রাখতে হবে, এই সব জেলা গুলির মধ্যে লোকমুখের উচ্চারণে আরও অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

খ) বঙ্গালী উপভাষার উদাহরণ (ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত)

ছাইক্কপাইলা পোলারে। কি আর কমু? কোন্ হাত হাকালে কইচি— গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমুন পোলা! তা নি কথা হোনে? কয়, হীতে ধরচে। দ্যাক্, ঘাড়্ডা ধইরা লৈয়া আমু, মারুম গালে থাপর।

গ) বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ॥

১. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির সার্বিক প্রয়োগ। সাধারণ শব্দে তো বটেই, 'ক্ষ', 'হ্ম', 'জ্ঞ', বা 'য'-ফলা যুক্ত শব্দেও অপিনিহিতি বর্তমান।
   যেমন ঃ করিয়া > কইর‍্যা; ধরিয়া > ধইর‍্যা; আজি > আইজ; লক্ষ > লইক্খ; ব্রাহ্ম > ব্রাইম্ম; যজ্ঞ > যইগ্গ।

২. বঙ্গালী উপভাষায় সংবৃত 'এ' > বিবৃত 'এ্যা'।
   যেমন ঃ কেশ > ক্যাশ; তেল > ত্যাল; দেশ > দ্যাশ্; কেন > ক্যান।

৩. বঙ্গালী উপভাষার 'র' ও 'ড়' এর প্রচণ্ড বিপর্যয়। অর্থাৎ এই উপভাষীরা 'ড়' কে 'র' এবং 'র' কে 'ড়' উচ্চারণ করে।
   যেমন ঃ তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো > তারাতারি বারি আইসো। চার > চাড়, করি > কড়ি। ঘোড়ার গাড়ি > ঘোরার গারি। ঘরভাড়া > ঘড় ভারা।

৪. বঙ্গালী উপভাষাতে অনেক সময় 'ও' > 'উ' উচ্চারিত হয়।
   যেমন ঃ কোদাল > কুদ্যাল; কোপ > কুপ; দোষ > দুষ। কোট > কুট।

৫. বঙ্গালী উপভাষাতে 'শ' এবং 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়।
   যেমন ঃ শালা > হালা; শাক > হাগ; সকল > হগল; বসো > বহো।

৬. বঙ্গালী উপভাষায় 'চ' > 'ৎস্', 'ছ' > 'স্' এবং 'জ' > 'জ' (z) উচ্চারিত হয়।
   যেমন ঃ চাঁদু > চা (ৎসা) দু; খেয়েছে > খাইসে; জান দিলাম > জান (zan) দিমু।

৭. বঙ্গালী উপভাষাতে শব্দের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত 'হ',—'অ' রূপে উচ্চারিত হয়।
   যেমন ঃ হতভাগা > অতোভাগা; হয় > অয়।

৮. বঙ্গালী উপভাষায় অনেক সময় শব্দের মধ্যস্থিত ট, ঠ— 'ড' তে রূপান্তিরিত হয়।
   যেমন ঃ দুইটি মিঠা পান নিলাম > দুইডি মিডা পান লিমু; এটা সেটা > ইডা- সিডা।

৯. বঙ্গালীতে অনেক সময় 'ল' > 'ন' লক্ষ্য করা যায়।
   যেমন ঃ 'লক্ষ্মীপূজার নাড়ু' > 'নক্খী ফুজার নারু'। লাউ > নাউ; লোভ > নোভ।

Scanned with CamScanner

১০. বঙ্গালীতে অস্থানে আনুনাসিক আসে না— স্বস্থানেও আনুনাসিক লোপ পায়।
যেমন ঃ চাঁদ > চাদ। কাঁদা > কাদা। বাঁধন > বাধন।

দুই॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য॥

১। বঙ্গালী উপভাষায় কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ যথেচ্ছ।
যেমন ঃ নবীন আসে > নবীনে আইসে। আপনি ঠিকই বলছেন > আপনে ঠিকই কইছেন। না হলে মানুষ বিশ্বাস করে না > না হইলে মাইন্‌ষে বিশ্বাস করে না।

২। বঙ্গালী উপভাষায় গৌণকর্মে 'রে' বিভক্তি হয়।
যেমন ঃ আমারে মারে ক্যান, 'তারে খাইসে দ্যাও'।

৩। কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য সব কারকে বহু বচনে 'রা', (রার) গো (গোর) বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন ঃ 'আমরার', 'আমাগোর', আমাগো, তোমাগো।

৪। অধিকরণকারকে 'এ', 'তে', 'ত' বিভক্তি যোগ হয়।
যেমন ঃ পাণিতে ভিজাও, 'জলে ডুইব্যা মর', 'ঘরিৎ কয়ডা বাজে'।

৫। বঙ্গালীতে করণকারকে 'এ' বিভক্তি তো আছেই। এছাড়া 'দিয়া', 'লগে', 'সাথে' প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার।
যেমন ঃ তোরে দিয়া কাজ হবা না।

৬। বঙ্গালী উপভাষাতে অপাদান কারকে 'ত', 'তনে', 'তোন' এবং 'থন', 'থনে', 'থুন' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার আছে।

৭। অতীত কালে (ক) উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'আম্'—তার কথা হামি হুনতাম্ (শুনতাম)।
(খ) মধ্যম পুরুষের বিভক্তি 'লা'। যেমন ঃ আমগোর কি করলা।

৮। বঙ্গালী উপভাষাতে ভবিষ্যৎকালের উত্তমপুরুষের বিভক্তি 'ম', মধ্যম পুরুষের বিভক্তি 'বা' এবং প্রথম পুরুষের বিভক্তি 'ব'। যেমন ঃ

'কোথায় পাইবাম কলসি কইনা।'
'তুমি তার কুনু কতা বুঝ্‌বা না।'
'তাহারে দিয়া এ কাম চল্‌বা না।'

৯। বঙ্গালী উপভাষায় যৌগিকক্রিয়াপদে 'ই' অন্ত অসমাপিকাক্রিয়া দিয়ে সম্পন্নকাল গঠন। যেমন ঃ করিয়াছি > করসি, করতে আছি।

১০। বঙ্গালী উপভাষায় 'ইতে' অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে অসম্পন্ন কাল গঠন।
যেমন ঃ করিতেছি > কইরত্যাছি।

১১। বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশ।
যেমন ঃ দুই ছ্যালা কোবাকুবি কইর‍্যা মরে। মায়ে ডাকে।।

তিন॥ ৫॥ 'কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা'

(ক) Area বা এলাকা ঃ

'কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা' প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, কাছাড়, রংপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলিত।

এই উপভাষা অনেকটা বরেন্দ্রী ও অনেকটা বঙ্গালীর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। কারো কারো ধারণা কামরূপী হলো কামরূপের নিকটবর্তী উপভাষা, তা 'বঙ্গালী'র রূপভেদ মাত্র।

Scanned with CamScanner

আবার কেউ কেউ মনে করেন—কামরূপীর পূর্বদিকের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই অসমীয়া ভাষা গড়ে উঠেছে।

(খ) কামরূপী উপভাষার নিদর্শন ঃ

তুই কোটে যাইস?
মুই কইল্‌কাতা যাবার ধরিচং।
কইল্‌কাতা এক আজব শহর। পৃথিবীর সউগ দেশের মান্‌সি সেটে দেখির পাবু।
আস্‌বু কুন দিন?
বছর ডেরেক পাতে।
চিনির পাবুতো? দেখিস ফির গোটায় বদলি না যাইস। আমার গুলার কতাও মাঝে মাঝে মানত করবু।

(গ) কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

এক॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য॥

(১) কামরূপী উপভাষায় বরেন্দ্রীর মতো অপিনিহিতি আছে, তবে তুলনায় কম। যথা ঃ আজি > আইজ।

(২) কামরূপী উপভাষায় বঙ্গালীর মতই 'র' এবং 'ড়'-এর বিপর্যয় ঘটে। যেমন ঃ শাড়ী পরে বাড়ি যাব। > সারি পইর‍্যা বারি যামু।

(৩) কামরূপী উপভাষাতে বঙ্গালীর মতোই চ > ৎস, ছ > স; জ > দ, জ (Dz), ঝ > z হয়।

(৪) কামরূপী উপভাষাতে অনেক সময় 'ন' ও 'ল' -এর বিপর্যয় ঘটছে। যেমন—লাঙ্গল > নাঙ্গল, লাল > নাল। অপর পক্ষে— জননী > জলনী, সিনান > সিলান।

(৫) কামরূপী উপভাষায় পদের আদিতে মহাপ্রাণব্যঞ্জন বজায় থাকে। কিন্তু পদের মাঝে বা শেষে থাকলে, তা অল্পপ্রাণে পরিণত হয়।

(৬) কামরূপী উপভাষায় 'শ', 'ষ', 'স' সবই 'শ' উচ্চারিত হয়।

(৭) কামরূপীতে শব্দের 'অ' শ্বাসাঘাতের জন্য 'আ' উচ্চারিত হয়। যেমন— অতি > আতি; অসুখ > আসুখ; কথা > কাথা।

(৮) কামরূপীতে কখনো কখনো 'ও' > 'উ' হয়। যেমন— কোন > কুন, বোন > বুন।

(৯) কামরূপী উপভাষায় অনেক সময় স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতা দেখা যায়। যেমন— ইহা > ইঁয়া; উহা > উঁয়া।

(১০) কামরূপীতে কখনো কখনো শব্দের আদিস্থিত 'র' ধ্বনি বর্জিত হয় এবং 'অ' ধ্বনি রক্ষিত হয়। যেমন ঃ রাতি > আতি; রাগ > আগ; রভস > অভশ।

দুই।। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। কামরূপী উপভাষাতে মুখ্যকর্মে ও গৌণকর্মে 'ক' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন ঃ আমাকে ভাত দাও > হামাক বাত দ্যাও।

২। কামরূপী উপভাষাতে অধিকরণে 'ত' এবং অপাদানে 'থাকি' অনুসর্গ যোগ হয়। যেমনঃ 'ঘরত যামু'। 'পাহুত'। 'ঘর থাকি'।

Scanned with CamScanner

৩। কামরূপী উপভাষাতে পুরুষভেদে সর্বনামের নিম্নোক্ত রূপ লক্ষ্য করি ঃ

(ক) উত্তম পুরুষে 'মুই'—আমরা।

(খ) মধ্যম পুরুষে 'তুই'—তোমরা।

৪। কামরূপী উপভাষাতে মধ্যম পুরুষের অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকালে 'উ' বিভক্তি যোগ হয়।, যেমন ঃ 'তুই করলু', 'তুই করবু'।

৫। কামরূপী উপভাষাতে 'ই' প্রত্যয় দেখিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন ঃ দেখি, পাই।

৬। কামরূপীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে খোয়া ধাতুর ব্যবহার আছে। যেমন— রাগ করা > 'আগ খোয়া'; মনে লাগা > 'মনত্ খোয়া'।

৭। কামরূপীতে ক্রিয়াপদের পূর্বে নঞর্থ উপসর্গের ব্যবহার দেখাযায়। (এ বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীতেও আছে। যেমন ঃ 'না জাওঁ '; 'না লেখিম্'॥

□ চার □ রাঢ়ী ও বাঙ্গালী উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা।

রাঢ়ী উপভাষা	বঙ্গালী উপভাষা
ভূমিকা	
১. 'রাঢী' বাংলা-ভাষার একটি প্রধান উপভাষা। ২. প্রধানত রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত বলেই এর নাম 'রাঢ়ী' উপভাষা। ৩. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান এলাকা হলো— পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও মর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ৪. রাঢ়ী উপভাষার একটি উদাহরণ ঃ পূর্ব বাঁকুড়ায়—হতভাগা ছেল্যা! তুখে কখন বল্যেছি গরুটাক দুয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেল্যা কন কথা শুনব্যাক নাই। বল্‌ছে, জাড়াচ্ছে বটে। ঘাড় ধর্যে লিয়ে আসবো। গালে চড়াঁই দিব।	১. 'বঙ্গালী'ও বাংলা-ভাষার একটি প্রধান উপভাষা। ২. প্রধানত বঙ্গাল বা পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বলেই এর নাম 'বঙ্গালী' উপভাষা। ৩. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান এলাকা হলো—পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি ও কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ৪. বঙ্গালী উপভাষার একটি উদাহরণ ঃ ঢাকা অঞ্চলে— ছাইক্‌কপাইলা পোলারে! কি আর কমু? কোন্ হাত হকালে কইচি— গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমুন পোলার পোলা! তা নি কথা হোনে? কয়, হীতে ধরচে। দ্যাক্, ঘাডডা ধইরা লৈয়া আমু, মারুম গালে থাপর।
ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	
১. 'ই', 'উ', 'ক্ষ', য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-কার 'ও'-কারে পরিণত হয়। যেমন—অতি > ওতি; মধু > মোধ; লক্ষ > লোক্‌খো, সত্য > সত্‌তো।	১. 'য'-ফলা, 'ক্ষ', 'জ্ঞ'-এর ক্ষেত্রে 'ই'-কার এর আগম ঘটে। যেমন—সত্য > সইত্য; বাক্য > বাইক্য; ব্রাহ্ম > ব্রাইহ্ম, রাক্ষস > রাইকখস, যজ্ঞ > যইগগ।

Scanned with CamScanner

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রাঢ়ী উপভাষা	বঙ্গালী উপভাষা
২. রাঢ়ী উপভাষায় অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন— দেশি > দিশি; বিলাতি > বিলিতি; করিয়া > করে।	২. বঙ্গালী উপভাষায় অপিনিতির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন— করিয়া > কইর‍্যা; রাখিয়া > রাইখ্যা।
৩. রাঢ়ী উপভাষায় অনুনাসিক স্বরের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—পুথি > পুঁথি।	৩. বঙ্গালী উপভাষায় অনুনাসিক স্বর নেই বললেই চলে। স্বস্থানে অনুনাসিকও উঠে গেছে। যেমন— চাঁদ > চাদ।
৪. রাঢ়ী উপভাষায় শব্দের আদি ধ্বনিতে শ্বাসাঘাত থাকায় পদান্ত ব্যঞ্জনে মহাপ্রাণতা লোপ পায়। যেমন— দুধ > দুদ। মাছ > মাচ। হঠাৎ > হটাৎ।	৪. বঙ্গালী উপভাষায় সঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ পায়। যেমন— ভাত > বাত; ঘা > গা।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি। রাম খায়	কর্তৃকারকে ∅ বিভক্তি। রাম খায়
১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে 'দের' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— আমাদের বই দাও।	১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে 'গো' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— হামাগো, তোমাগো।
২. গৌণকর্ম সম্প্রদানে ও অধিকারণে 'কে' ও 'তে' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন— 'আমি রামকে টাকা দিয়েছি'। 'কাকে বলব?' 'ঘরেতে এলো না সে।'	২. বঙ্গালী উপভাষাতে গৌণকর্ম সম্প্রদানে ও অধিকরণকারকে 'রে', 'তো' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন— 'রামেরে কৈসি'; বাড়িতো থাকুম'।
৩. রাঢ়ী উপভাষায় সামান্য অতীতে প্রথম পুরুষে অকর্মক ক্রিয়াপদে ল' বিভক্তি এবং সকর্মক ক্রিয়াপদে 'লে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— সে গেল, সে দিলে।	৩. বঙ্গালী উপভাষায় সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের বিভক্তি 'লাম'। যেমন— আমি চললাম, আমি বললাম।
৪. রাঢ়ী উপভাষায় উত্তম পুরুষের পদ গঠনে 'লুম', 'নু' বিভক্তি যেমন—আমি বললুম', 'লাম', 'নু' বিভক্তি যেমন—আমি বললুম, আমরা বললাম। আমরা গেনু।	৪. বঙ্গালী উপভাষায় উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতে, 'উম্' বা 'মু' বিভক্ত যুক্ত হয়। যেমন— 'আমি খেলুম না', 'আমি যামু'।
৫. রাঢ়ী উপভাষায় উত্তম পুরুষের পদগঠনের ক্ষেত্রে 'আছ্' ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষবিভক্তি যোগ করে ঘটমান ও পুরাঘটিত অতীতের রূপ গঠন করে। যেমন—কর্ + ছি > করছি; কর + ছিল > করছিল॥	৫. বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশিত হয়। যেমন— মায়ে ডাকে (মা ডাকছে)॥

Scanned with CamScanner